নুহ (আলাইহিস সালাম)

নুহ আলাইহিস সালাম এর পরিচয়ঃ আদম আলাইহিস সআলাম ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ ও সর্বপ্রথম নাবী তিনি মৃত্যুবরন করার পর তাঁর সন্তানদের অষ্টম অথবা দশম পুরুষ হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন নূহ আলাইহিস সালাম। আদম আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন নূহ আলাইহিস সালাম। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে সর্বপ্রথম রাসূল।

নবুওয়াত ও রিসালাতঃ আদম আলাইহিস সালাম এর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে নূহ আলাইহিস সালাম এর যুগের মানুষ শিরক ও মূর্তির পুজা করতে শুরু করল। নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতির লোকেরা যখন শয়তানের প্ররোচনায় স্বীয় গোত্রের কতিপয় নেককার লোকের মৃতুর প্র তাঁদের মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁদের ইবাদাত করতে লাগল, এমনি মুহূর্তে তাঁদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালাম কে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাসূল হসেবে প্রেরণ করলেন।

নূহ আলাইহিস সালাম এর দাওয়াতঃ নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় জাতীকে দিন-রাত সর্বক্ষণ এক আল্লাহ্র ইবাদাত করার জন্য দাওয়াত দেন। তিনি তাঁদের মাঝে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাওহীদের প্রচার-প্রসার ঘটাতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা দাম্ভিকতাবশতঃ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিলো না। তাঁর দাওয়াতে খুব কম লোকই সাড়া দিলো।

তাঁরা নূহ নূহ আলাইহিস সালাম কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। তাঁর পরেও নূহ নূহ আলাইহিস সালাম অত্যান্ত ধৈর্য সহকারে তাঁর জীবনের সাড়ে নয়শত বছর কাটিয়ে দেন আল্লাহ্র পথে মানুষকে আহবানের কাজে।

নূহ নূহ আলাইহিস সালাম এর সন্তানদের অবস্থানঃ নূহ আলাইহিস সালাম এর চার জন পুত্র ছিল- সাম, হাম, ইয়াফিস, ও কেনান। এদের প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু কেনান ঈমান আনেনি, ফলে সে কাফির অবস্থায় মহাপ্লাবনে ডুবে মারা যায়।

মহা প্লাবনঃ আল্লাহ্র নির্দেশে শুরু হলো এক মহাপ্লাবন । নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র হুকুমে আগেই এক বিরাট কিস্তি তৈরি করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি ঈমানদারগনকে কিস্তিতে তুলে নিলেন। পানিতে ডুবে গেল সারাদেশ। ডুবে মারা গেল নূহ আলাইহিস সালাম এর পুত্র কেনানসহ সকল অবিশ্বাসীগণ। রক্ষা পেয়েছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলে দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।